ঈমান ও আমলেসালেহ: ইবাদতের প্রাণ

মো শা রে ফ হো সে ন পা ট ও য়া রী

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে আর মুসলমানি নাম ধারণ করলেই মানুষ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য প্রয়োজন ঈমান ও আমলে সালেহ। যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করছে কেবলমাত্র সেই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দিতে পারে ' ডব নবষরবাব রহ অষষধয ধহফ ঐরং ঞড়ঃধষ ঢ়ড়বিৎ. নামমাত্র মুসলমানরা এমন সাহসী উচ্চারণ করতে পারে না। ঈমান আরবি শব্দ। যার অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে ঈমান। 'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়ারুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমাল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহি ওয়া সাররিহি মিনাল্লাহি তা'য়ালা ওয়াল বায়চি বায়দাল মাউত।' অর্থ হচ্ছে 'আমি ঈমান এনেছি ১. আল্লাহ ২. তাঁর ফেরেশতাগণ ৩. তাঁর কিতাবসমূহ ৪. তাঁর রাসূলগণ ৫. আখেরাতের দিন ৬. তাকদীরের ভালো ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় ৭. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া।' এ সাতটি বিষয়ের প্রতি বুঝেশুনে, স্বজ্ঞানে স্বীকৃতি দেয়া, মনে প্রাণে সে স্বীকৃতিকে গ্রহণ করা এবং কাজের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটানোর নামই ঈমান। ঈমান ব্যতীত ইসলাম অর্থহীন। ঈমান নেই অথচ আজীবন ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসন ও আদর্শের চর্চা করলেও পারলৌকিক জীবনে তা কোন কাজে আসবে না।

একবার হুজুর পাক (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন, ইসলাম, আবার প্রশ্ন করা হলো কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি জবাব দিলেন 'ঈমান'। এতে প্রতিয়মান হয় ঈমান আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। প্রকৃত ঈমানদার কুফর, কবীরা গোনাহ, শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকে। 'যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তাদের কাজ যেন তীব্র বাতাসে উড়ে যাওয়া ছাইয়ের মতো। তাদের প্রয়াস থেকে তারা লাভবান হতে পারে না। এ হলো বিভ্রান্তির পথ। মুক্তির পথ হতে যা সম্পূর্ণ পৃথক।' (সূরা ইবরাহীম-১৮)। তিন অক্ষরের 'আগুন' কেবল একটি শব্দ। 'আগুন' শব্দের কথা ভেবে আগুনের জ্বালানি বা ধ্বংসাত্মক শক্তি কখনো অনুভব করা সম্ভব নয়। 'আগুন' শব্দের অনুভব কেবলমাত্র আগুনের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই বোঝা সম্ভব। তেমনি একজন অবিশ্বাসীর নিকট আল্লাহ কেবল একটি শব্দ। এ 'আল্লাহ' শব্দের মাহাত্ম্য বা শক্তি তার অজানা। বিশ্বাসীদের নিকট 'আল্লাহ' শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়, এটি একটি বোধ। এ বোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য চাই কঠোর সাধনা, জ্ঞান এবং আমলে সালেহ। ঈমান যদি হয় গাড়ির ইঞ্জিন। ইসলাম গাড়ির বডি আর আমলে সালেহ হলো তেল, পেট্রোল বা জ্বালানি, যা ইঞ্জিনকে সচল রাখে। যা আল্লাহকে বুঝতে সরল পথ তৈরি করে এবং সত্য ও সুন্দরের পথে ঈমানের জ্যোতি জ্বালিয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানই হচ্ছে আমলের মূল ভিত্তি। যে ব্যক্তি ঈমান পোষণ করে তার সৎকর্মসমূহই গ্রহণীয় এবং সে ব্যক্তিই মুত্তাকী।

আমলে সালেহও আরবি শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে সৎ কাজ বা ভালো কাজ। ন্যায় কাজ বা সঠিক কাজ। মূলত ঈমান ও আমলে সালেহ একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। আমলে সালেহ ব্যতীত শুধু ঈমান থাকলেই কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর বিষয়ে আল্লাহতা'য়ালা আল কুরআনের কোথাও ঘোষণা করেননি। আল কুরআনের সূরা জাসীয়া, আয়াত-৩০, সূরা বাকারা, আয়াত-২৫, সূরা বুরুজ, আয়াত ১০৭ ও ১০৮, সূরা সাবা, আয়াত-৩৭, সূরা মুমিন, আয়াত-৪০, সূরা শূরা, আয়াত-২২, সূরা তাগাবুন, আয়াত-৯সহ আরো বহু আয়াতে এর প্রমাণ স্পষ্ট। কাজেই মুমিন বান্দার জান্নাত লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে আমলে সালেহ করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনে আমলে সালেহ করা এবং আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলা। 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে। আল্লাহ তার দোষত্রুটি ক্ষমা করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (সূরা তাগাবুন-৯)।

'যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে তারাই জান্নাতী'। (সূরা বাকারা-৮২)। 'পুরুষ বা মহিলাদের মধ্যে যারা আমলে সালেহ করে এবং তারা মুমিনও, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (সূরা- মুমিন-৪০)। ঈমান ও আমলে সালেহ ছাড়া যদি কেউ জান্নাতে যাওয়ার বিষয়ে অন্য কোন পথ বা উপায়ের কথা বলে তবে নির্দ্বিধায় মনে করতে হবে তা ইবলিসি ষড়যন্ত্র।

'মুমিন' শব্দটি আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ বিশ্বাসী। কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জাত সিফাত, হুকুম-আহকামসহ তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কিছুর ওপর অকুণ্ঠ ও একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস স্থাপন এবং সে অনুযায়ী যথাযথভাবে আমলকারীকে মুমিন বলা হয়। কেউ নিজেকে মুখে মুখে মুমিন দাবি করলেই সে মুমিন হতে পারে না। তাকে অবশ্যই আল্লাহ নির্দেশিত গুণাবলী অর্জন করা চাই। 'যারা নিজেদের নামাজে বিনয়ী, নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাতদান করে থাকে, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখেঃযারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে থাকে এবং যারা তাদের নিজেদের নামাজে যত্নবান থাকে, তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী।' (সূরা-মুমিনুন, ১-১১) 'মুমিন হলো তারা যারা জঘন্য দুর্নীতি ও ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকে, ক্রোধকে সংবরণ করে, মানুষকে ক্ষমা করে। প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেয়, নিয়মিত নামাজ কায়েম করে, পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে অভাবীকে দান করে।' (সূরা-শূরা, ৩৭-৩৮)। আল কুরআনে মুমিনের পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে, বহু আলামত প্রকাশের মাধ্যমে। যারা আল্লাহর প্রতি ও রাসূল (সা:)-এর প্রতি ঈমান আনবে না এবং আমলে সালেহ করবে না তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। নবী করিম (সা:) ইরশাদ করেন, 'মুমিন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে লোকে বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন মনে করে এবং মুসলিম তিনি যার হাত ও জিহ্বা হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ।' (মুসলিম শরীফ)। একদিন জিবরাঈল (আ:) রাসূল (সা:)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল, আসমানী কিতাব, কিয়ামত ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করাই হচ্ছে ঈমান।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো– ইসলাম কি? তিনি বললেন, 'উল্লেখিত বিষয়গুলোকে কথায় ও কাজে স্বীকার করাকেই বলে ইসলাম। পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করা, দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও আল্লাহর পথে দান করে যাওয়া, নিজের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় বিচার করা, আল কুরআনের বিধি-বিধান ও নবীর সুন্নাহ মোতাবেক চলা এবং সহি নিয়তে আমলে সালেহ করাই হলো ঈমানের সার কথা। যে সত্যের বিরোধিতা করে না, সহস্র বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মিথ্যা কথা বলে না, যার লজ্জাবোধ আছে, নম্র ও বিনয়ী, যাবতীয় অন্যায় ও পাপ থেকে দূরে থাকে, অন্যকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এমন মুমিন বান্দার ইবাদতের প্রাণ হচ্ছে ঈমান ও আমলে সালেহ। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা:) বলেছেন, 'নামাজ মানুষকে আল্লাহর পথে অর্ধেক পৌঁছে দেয়, রোজা তাকে আল্লাহর ঘরের দরজার কাছে পৌঁছায়। আর দান খয়রাত তাকে খোদ আল্লাহর ঘরে পৌঁছে দেয়।' আসলে মুমিন বান্দার ঈমানের নূর বৃদ্ধির জন্য আমলে সালেহ করার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ ঘোষণা করেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ভালো কাজে নির্দেশ দান করো, মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা আলে ইমরান, ১১০)। আর ইবাদতও হচ্ছে মহান আল্লাহতা'য়ালা মানুষকে যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা না করা এবং যা কিছু করতে বলেছেন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা করা।

সাধু সেজে অসাধু কাজ করা, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করা, দুর্নীতি করা, ঘুষ খাওয়া, কাজে ফাঁকি দেয়া, মিথ্যা বলা, ভালো কাজে সহযোগিতা না করা, মানুষের ওপর জুলুম-অত্যাচার করা, মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।

মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব হলো সৎ কাজ করা, সৎ কাজের সহযোগিতা করা, শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে মন্দকে প্রতিহত করা। রাসূল (সা:) ঘোষণা করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে অপরাধ হতে (শরীয়ত বিরোধী কাজ) দেখলে তা শক্তিদ্বারা প্রতিহত করবে, শক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে না পারলে কথা দিয়ে প্রতিহত করবে, আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত অন্তর দ্বারা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে।' (মিশকাত শরীফ)। ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে আমলে সালেহ করা প্রতিটি মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। নিজেকে ভালো মনে করে হাত, পা, বিবেক, বুদ্ধি গুটিয়ে বসে থাকা নয়, বরং নিজেকে আল্লাহর খলিফা ভেবে সহি নিয়তে আমলে সালেহ করাই হচ্ছে ঈমানদারের কর্তব্য।' নচেৎ দিন-রাত সেজদায় লুটিয়ে থেকেও মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, অন্যায়কে অন্যায়, মন্দকে মন্দ বলার সৎ সাহস অর্জন না করতে পারলে এবং দুস্থ, গরিব-দুঃখীর ব্যথায় ব্যথিত না হলে আর যাই হোক প্রকৃত মুমিন বলে দাবি করা যাবে না। হযরত আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূল পাক (সা:) বলেছেন, 'এক শহরের অধিবাসীদের ওপর আল্লাহ আজাব প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল যাদের আমল পয়গম্বরদের মতো ছিল। লোকে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল, কেন তাদের ওপরও আজাব এলো? রাসূল (সা:) বললেন, এই কারণে যে, পাপ কার্য দেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারা কারো ওপর ক্রুদ্ধ হতো না এবং কাউকে পাপ কাজ থেকে ফেরাতেও চেষ্টা করত না।' প্রতিটি মুমিন মুসলমানের ভালো কাজ করা, ভালো কাজের সহযোগিতা করা যেমন জরুরি তেমনি মন্দ কাজের নিষেধ করা, পাপকার্য থেকে মানুষকে ফেরানোও জরুরি। আনুষ্ঠানিক ইবাদত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, দেশবাসীর শান্তি ও মঙ্গলের জন্য সৎ কাজ এবং মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ কাজ। আর এ সবই আমলে সালেহর অন্তর্ভুক্ত। 'আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়, খোদার কসম সে মুমিন নয়, বলা হলো কে সে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি (রাসূলুল্লাহ সা:) বললেন, যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।' (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)। 'যে ব্যক্তি পেটপুরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী থাকে অভুক্ত সে মুমিন নয়।' (মিশকাত, বায়হাকী)।

বৃক্ষের মূল যদি হয় ঈমান আর আমলে সালেহ হচ্ছে তার পাতা, ফুল, ফল। মূল ঠিক থাকলেই গাছের পাতা স্বাভাবিক থাকবে। ফুল হবে, ফল হবে। মূল ঠিক না থাকলে মৃত গাছে ডালপালা, পাতা, ফুল, ফল কিছুই হবে না। তেমনি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস নয়, ক্ষমতা নয়, সম্পদ নয় একমাত্র ঈমানের চেতনাই মানুষকে আমলে সালেহ করতে বাধ্য করে। আমলে সালেহর জন্য রয়েছে দুনিয়াতে শান্তি, আখেরাতে চিরসুখের জান্নাত। 'যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে তারাই জান্নাতী।' (সূরা বাকারা, ৮২)।

মুমিন বান্দারা ঈমান ও আমলে সালেহ হচ্ছে তার সব ইবাদতের প্রাণ। দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকলেও দেহে প্রাণ না থাকলে যেমন দেহের কোন মূল্য নেই। তেমনি ঈমান ও আমলে সালেহ ব্যতিত ইবাদতের কোন মূল্য নেই। মহান আল্লাহর নিকট ঈমানী ইবাদত ও সৃষ্টির সেবাই গ্রহণযোগ্য। 'যারা আল্লাহ ব্যতিত অপর কাউকে তাদের রক্ষাকারী ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তাদের গৃহ যেন মাকড়সার গৃহের মতো, যদি মাকড়সা জানতো যে, গৃহসমূহের মধ্যে দুর্বলতম গৃহ হলো তার।' (সূরা-আনকাবুত, ৪১)। দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ঈমান ও আমলে সালেহর কোন বিকল্প নেই। আল্লাহপাক জীন ও মানুষকে কেবলমাত্র তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মুমিন বান্দা চব্বিশ ঘন্টা যে সমস্ত কাজ করে তা যদি আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ আল কুরআনের বিধি-বিধান মোতাবেক হয়, তার রাসূল (সা:)-এর দেখানো পদ্ধতি মোতাবেক হয়, তাহলে তার সব কাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং সব কাজই আমলে সালেহ। অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিয়ে যেমন বিশুদ্ধ ঈমানদার হওয়া যায় না, তেমনি আমলে সালেহ ব্যতিত আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য অর্জনও সম্ভব নয়। পাহাড় পরিমাণ ধন সম্পদ নয়, শয়তানের ন্যায় অহংকার নয়, ফেরাউনের মতো ক্ষমতা নয়, ঈমান ও আমলে সালেহই হচ্ছে মুমিন মুসলমানের সুখ-শান্তির চাবিকাঠি।

নবী করিম (সা.)-এর তায়াম্মুমের পাথর

কুরাইশ দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নজ্‌দ-এ বাসরত বনু মুস্তালিক উপজাতি ৫ হিজরী সনে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। নবী করিম (সা:) ১০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৩০ অশ্বারোহী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হন। এক সময় মুসলিমরা একটি জায়গায় এসে পানির অভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। অতঃপর সকালের দিকে সূরা মায়িদার ষষ্ঠ আয়াত নাযিল হয় যাতে বলা হয়েছে যে, শারীরিক অসুস্থতা অথবা পানির অভাবে যে কেউ পরিষ্কার মাটি দ্বারা অযু করতে পারবেন।

সে আয়াতটি অর্থ হচ্ছে হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা সালাতে দাঁড়াও, তাহলে তোমাদের মুখ এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর। আর তোমাদের হাত এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত মুছে নাও। আর যদি তোমরা অপরিষ্কার থাক, তাহলে নিজেদের পবিত্র করে নাও। আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক অথবা ভ্রমণে অথবা প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করে থাক অথবা নারীকে স্পর্শ করার পর কোন পানি খুঁজে না পাও, তাহলে এক টুকরো পরিষ্কার মাটি নিয়ে তা দিয়ে নিজেদের হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করে নাও। আল্লাহ তোমাদের ওপর বোঝা চাপাতে চান না বরং তার রহমত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পবিত্র করতে চান যাতে তোমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পার। অতঃপর নবী (সা:) পরিষ্কার মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন। তুপকাপি মিউজিয়ামে ৯.৪ মে. মি. আকৃতির টেরাকোটা দিয়ে তৈরি একটি ট্যাবলেট। (বড় আকৃতির চেপ্টা পাথরখণ্ড) একটি রূপালী রঙের কাঁচের তৈরি গ্লাসে সংরক্ষিত আছে। ট্যাবলেটটির গায়ে খোদাই করে এটা লেখা রয়েছে যে, নবী করীম (সা:) এটি দিয়ে একবার তায়াম্মুম করেছিলেন।

তথ্য: সুবেহ সাদিক-১৪২৯ হিজরী

সাপ্তাহিক বাংলাদেশে বিজ্ঞাপণ দিয়ে আপনার ব্যবসার খবর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন

tel: 0207 422 0006 tel: 08717 143614

প্রকাশনার আট বছর

এই কাগজে আপনি কেন বিজ্ঞাপণ দিবেন?

- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ আপনার প্রিয় কাগজ
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ আপনার কথা বলে
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ কমিউনিটির সর্বপ্রথম ফ্রি মুখপত্র
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সবার মুখে মুখে
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ওয়েভ সাইটে পড়া যায়
- সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ প্রকাশিত আপনার বিজ্ঞাপণ যে কোন জায়গা থেকে যে কেউ সপ্তাহে ৭দিন দেখতে পারে
- এই শুক্রবারে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাননি? মন খারাপ না করে এক্ষুনী লগ ইন করুন:

www.weeklybangladesh.com

E-mail: info@weeklybangladesh.com

নামাজের সময়সূচী

(ওয়াক্ত আরম্ভ)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৭ জানুয়ারী	৬.০৮	৭.৪৬	১২.১৮	২.৫৩	৪.৪৪	৬.১৬
২৮ জানুয়ারী	৬.০৭	৭.৪৫	১২.১৯	২.৫৫	৪.৪৬	৬.১৮
২৯ জানুয়ারী	৬.০৫	৭.৪৪	১২.১৯	২.৫৬	৪.৪৮	৬.১৯
৩০ জানুয়ারী	৬.০৪	৭.৪২	১২.১৯	২.৫৮	৪.৪৯	৬.২১
৩১ জানুয়ারী	৬.০৩	৭.৪১	১২.১৯	৩.০০	৪.৫১	৬.২২
০১ ফেব্রুয়ারী	৬.০১	৭.৩৯	১২.১৯	৩.০২	৪.৫৩	৬.২৪
০২ ফেব্রুয়ারী	৬.০০	৭.৩৮	১২.১৯	৩.০৩	৪.৫৫	৬.২৬